Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ নভেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৩ নভেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ২৬ কার্তিক, ১৪৩০

শ্রমিক নেতা বিবেক হোমচৌধুরী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা বিবেক হোমচৌধুরী (৭২) প্রয়াত হলেন। ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ রানিগঞ্জের কয়লা শ্রমিক ভবনে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে রানিগঞ্জ দুই বর্ধমান জেলা সহ লাগোয়া রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ কয়লাঞ্চলের শ্রমিক কর্মচারী মহলে শোকের আবহ ছড়ায়। তাঁর মৃত্যুতে কয়লা শ্রমিক আন্দোলন সহ সিআইটিইউ-র বিশাস ক্ষতি হল। শ্রমিক শ্রেণির জন্য তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। এদিন রাতেই গভীর শোক ব্যক্ত করেন সিআইটিইউ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায় সিআইটিইউ। পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানায় আন্তরিক সমবেদনা।

সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটি বিবেক হোমচৌধুরীর প্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সিআইটিইউ

—এরপর তিনের পাতায়

প্রগতিশীল বুকস্টল ছাত্রদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ নভেম্বর : ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ৭-৮ নভেম্বর বীরহাটা ব্রিজের কাছে বুকস্টল হয়। উদ্বোধন করেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ময়ূখ বিশ্বাস। দু-দিন তরুণদের বই ঘাঁটতে দেখা যায়। আজ কালনার 'বাজার কলকাতা'র সামনে প্রগতিশীল বুকস্টলের উদ্বোধন হয়। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বুকস্টল চলবে আগামীকাল পর্যন্ত। এই বুকস্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা স্বপন ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা অনির্বাণ রায়চৌধুরী, প্রবীর ভৌমিক প্রমুখ। বুকস্টলের পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের হাতে সময় উপযোগী বই পৌঁছে দিতে এইরকম বুকস্টল খুবই প্রয়োজন। ছাত্রনেতা অনির্বাণ রায় চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা ২০১৮ সাল থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বুকস্টলের আয়োজন করে আসছি। এ বছরও বর্ধমান শহর, কাটোয়া এবং কালনা শহরে নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষে বুকস্টল করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষরা আমাদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। পাশাপাশি তারা বইও কিনছেন।

জেলা জুড়ে ১০৭তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ নভেম্বর : পালিত হলো ১০৭ তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী। জেলার প্রতিটি প্রান্তে পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান, মিছিল, মিটিং, পথসভা, সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দিবসটি পালিত হয়েছে। সিপিআই(এম), সিআইটিইউ, কৃষকসভা প্রভৃতি গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে জেলার সর্বত্রই এই কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। বর্ধমান শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই মিছিল ও স্কোয়াডের মধ্য দিয়ে নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালিত হয়। বিকেলে বিসি রোডে এক বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সিআইটিইউ-এর উদ্যোগে নতুনগঞ্জে মিছিল ও সভা হয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী) ২নং এরিয়া কমিটির কার্যালয় ছাড়াও গলসী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে সারা ভারত কৃষক সভার ২০তম সম্মেলন উপলক্ষে সেখানে এবং ব্লক এলাকার ৮৩টি বুথে আজ রক্ত পতাকা উত্তোলন শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে অগণিত শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। এরিয়া কমিটির কার্যালয়ে নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ বিষয়ে একটি হল-ছাপানো সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন কাজি জাফর আলি।

মেমারি ১ পশ্চিম ও পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ১০৭ তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন হল মেমারি কালীতলা পার্টি দপ্তরের প্রাঙ্গনে। উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার। তিনি নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আজ এই দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে।

৭ নভেম্বর গলসী-১ এরিয়া কমিটি বুদবুদ বাজারে অভিনন্দন লাজে ১০৭-তম মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বক্তব্য রাখেন জেলা নেতৃত্ব সাইদুল হক। সভাপতিত্ব করেন হারাধন ঘোষ।

নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে সাধারণ সভায় আভাস রায়চৌধুরী

তৃণমূল-বিজেপি উভয়কেই হারাতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ নভেম্বর : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সোনেরডাঙ্গায় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত এই সভায় 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় কাজ' বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। এই সভা পরিচালনা করেন সনাতন টুডু। আভাস রায়চৌধুরী বলেন, রাজ্যের শাসক দল নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে দলদাস বানিয়েও সিপিআই(এম)-এর অগ্রগতি রুখতে পারেনি। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ বিজেপি ও তৃণমূলকে ছেড়ে বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছে। শাসক দলের ভোট লুট করা সত্ত্বেও রাজ্যে বামফ্রন্টের বেড়েছে। ভোট কমেছে বিজেপির ও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলেরও। কারণ সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন, কেন্দ্রের বিজেপি এবং রাজ্যের তৃণমূল দুই সরকারই লুটেরাদের সরকার। কেন্দ্রে আদানি আম্বানির লুট অব্যাহত রাখতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চরমভাবে সক্রিয়। তাই একজন এমপি আদানির বিরুদ্ধে বলায় তার সদস্যপদ হরণ করা হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে কিছু মানুষ কোন কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিকের শ্রম চুরি করে ধনী হয়নি, বা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়নি। মানুষের উন্নয়ন প্রকল্প আবাসন, ১০০ দিনের কাজের টাকা লুট করে তারা ধনী হয়েছে। সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। কারণ জাতপাতের বিভাজনের বাইনারি হালকা হতে শুরু করেছে। তাই তৃণমূল বিজেপি দু'দলই বিভাজনের বাইনারি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। মানুষের মধ্যে বিভাজনের প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে হবে আমাদের। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকেও শক্তি বাড়াতে হবে। যাতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে পরাজিত করা যায়।

অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে গ্রামে গ্রামে চলছে পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ নভেম্বর : বর্তমান সময়ে মানুষের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কালনা-১ ও ২ পৃথকভাবে পদযাত্রা হয়। সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ও সিআইটিইউ-এর যৌথ উদ্যোগে কালনা-২ ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে পদযাত্রা হয়। আরবেলিয়া গ্রাম থেকে পদযাত্রার উদ্বোধন করেন শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ শাহ। ঝকড়পাড়া, ভবানন্দপুর, ঝড়োবাটি, হাজরাগার প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিক্রমা শেষে নেপাগুলি গ্রামে শেষ হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন শ্রমিক নেতা সুকান্ত কোঙার, কৃষক নেতা নবকুমার বাগ, মোহাম্মদ শাহ, শাজাহান শেখ প্রমুখ। একইভাবে উল্লেখিত সংগঠনগুলির কালনা-১ ব্লক কমিটির যৌথ উদ্যোগে কাঁকুরিয়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে পদযাত্রা হয়। এদিন সকালে কাদিপুর শিমলা গ্রামে জমায়েতের পর বিভিন্ন দাবিতে পদযাত্রা শুরু হয়। দাবিগুলো হলো ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক দাম দেওয়া, বাড়ি বাড়ি স্মার্ট মিটার

—এরপর তিনের পাতায়

জাল দলিলের রমরমা, জমির মালিক জমি হারাচ্ছে, কোনো সুরাহা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মা মাটি মানুষের সরকার আসার পর থেকেই রাজ্যের প্রতিটি বি.এল.আর. ও অফিসে জাল দলিলের সাহায্যে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ নিত্য দিনের ঘটনা। অথচ সমস্ত সম্পত্তি কেনাবেচা ও রেকর্ড ডিজিটালাইজেশন হয়েছে। দলিল নম্বর দেখেই জাল ধরা যায়। আধিকারিকরা জেনেও টাকার বিনিময়ে এই কাজ করে যাচ্ছেন। এক শ্রেণির অফিসার লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে একতরফা ভাবে রেকর্ড করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

জাল দলিল তৈরি করে ১ কোটি টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি মেমারি থানা। ঘটনার বিষয়ে প্রথমে কেস রুজু করতে রাজি হয়নি পুলিস। আদালতের নির্দেশে জাল নথিপত্র তৈরি করে প্রতারণার মামলা রুজু করলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিস। উল্টে অভিযুক্তরা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাতে মেমারি থানার তদন্তকারী অফিসার মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এনিয়ে ৩ নভেম্বর মামলাকারী বর্ধমান সিজেএম আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশে ২০২১ সালে কেস রুজু হওয়ার পর তদন্তকারী অফিসার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। উল্টে কেস তুলে নেওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এনিয়ে তদন্তকারী অফিসারকে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কলকাতা হাইকোর্ট যথাযথ তদন্ত করার আদেশ দেওয়ার পরও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এরই মধ্যে অভিযুক্তরা অবকাশকালীন বেঞ্চে জামিনের আবেদন করেছেন। সে কারণে মামলার নথি অবকাশকালীন বেঞ্চে রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত সিজেএম মামলার নথি না থাকার কথা জানিয়ে হলফনামার বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ এদিন দেননি। তবে, মামলার নথিতে তা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মেমারি থানার বোহার গ্রামের বাসিন্দা সুজিত কুমার পাঁজা ঘটনার কথা জানিয়ে ২০২১ সালে মামলা করেন। আদালতে তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬৫ সালের দলিল মূলে বোহারে তাঁদের ২৯ শতক সম্পত্তির মালিক হন তাঁরা। সরকারি রেকর্ডে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হয়। তাঁদের জমির পরচাও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছেন। এসবের মধ্যেই হঠাৎ

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৩ নভেম্বর, ২০২৩

খাদের কিনারায়

ডিমনিটাইজেসন করে 'কালাধন' উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতের অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে তাকে ঢাকতে 'গোলাপোস্ট' বদলে 'ক্যাশলেস ইকোনমি'র বুলি ছোটানো হয়। দিকে দিকে 'ট্রিলিয়ন ডলার' আর্থিক সক্ষমতার ঢাক পেটানো শুরু হয়। ৬.৫ শতাংশ ডিজিপি বৃদ্ধি ধরে ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতির গৌরব অর্জন করতে চলেছে—এসব প্রচার চলতে থাকে। মার্টিন উলফ ফিনান্সিয়াল টাইমসের এক লেখায় দেখিয়েছেন, টাকার কেন্দ্রীভবনের জন্য এই আর্থিক বৃদ্ধিতে বৃহৎ পুঁজিপতিদের পোয়া বারো হলেও আমজনতার কোনো কাজেই লাগবে না। দেশের অর্থনীতির আসল চেহারাটা সম্প্রতি ফুটে উঠেছে নানা সমীক্ষায় ও বিদেশী রিপোর্টে।

দেশে মূল্যবৃদ্ধি ভয়াবহ—ভোজ্য তেল থেকে পেঁয়াজ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেবেই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে, যা সহনক্ষমতা (৬ শতাংশ)-এর অনেক ওপরে। বছরে দু' কোটি কাজের খোয়াব দেখিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকারের শাসনকালেই বেকারি সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে কাজে নিযুক্ত কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা যেখানে ছিল ৪৬.২২ শতাংশ, বর্তমানে (২০২১-২২) তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৪৮ শতাংশ। এদিকে কৃষিক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তির শতাংশ ৪২.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.৫ শতাংশ। অর্থাৎ অন্য রোজগারে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়ে কৃষিকাজে যুক্ত হয়ে রোজগারের চেষ্টা করছে। কোভিড পরবর্তীকালে মহিলাদের স্বনিযুক্তি ৫০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক মহিলা কর্মী কাজের জায়গা থেকে ছিটকে গিয়ে গৃহকর্মে মন দিতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' অন্য এক সমীক্ষা নিয়ে যে প্রতিবেদন ছেপেছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে ২৫ অনূর্ধ্ব শিক্ষিত স্নাতকদের ৪২.৩ শতাংশই বেকার, কাজের প্রতীক্ষায় বসে থাকা যুবশক্তি।

এসবের অনিবার্য ফল সীমাহীন দারিদ্রের কালো ছায়া প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বল ভারতের সব রোশনাই ম্লান করে দিচ্ছে। সম্প্রতি দারিদ্র্য বিষয়ে ১২৫ দেশের অবস্থান নিয়ে প্রকাশিত সমীক্ষায় ভারতের স্থান হয়েছে ১১১। এই সমীক্ষাতে সূচকগুলোর ওপর নির্ভর করে করা তা হল—অপুষ্টি, শিশুর খর্বায়ন, জীর্ণতা ও শিশুমৃত্যু। এই সব সূচকের নিরিখে ভারত লজ্জাজনক অবস্থান বোঝাচ্ছে, দীপাবলিতে যত দিয়াই জ্বালি না কেন, কোটি কোটি ভারতবাসী অভুক্ত, অর্ধভুক্ত হয়ে রাতে ঘুমাতে যাচ্ছে। যাদের হাতে পড়ে দেশের এই অবস্থা, সেই অশুভ শক্তির বিনাশই চাইছে দেশবাসী—সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

'কবিতা ভবন'-এ কবিতা পাঠ ও আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : কালীকৃষ্ণ মিত্র স্মৃতিরক্ষা পরিষদ এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। নিয়মিত ৩ জন কবির কবিতা পাঠ ও তার আলোচনা সংগঠিত হচ্ছে কবিতা ভবনে। সম্প্রতি এমনই এক সাহিত্য আসর হয়ে গেল ২৯ অক্টোবর। কবিতা পাঠ করেন কবি দেবাশিষ মহাস্তি, সাগর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজাতা কাশবণিক। তাঁদের কবিতার উপর আলোচনা করেন যথাক্রমে মৌসুমী নন্দী, আবির্ভাব ভট্টাচার্য ও অমর্ত্য মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি কার্তিক গাঙ্গুলী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম তথ্য অধিকর্তা ও কবি অরবিন্দ সরকার, বর্ধমান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল। জনসমাগমে কবিতা পাঠ ও আলোচনা প্রাণবন্ত হয়। কবিতা ভবনের পক্ষে স্বাগত জানান সন্দী সাঁই, ট্রাস্টের পক্ষে সজল রায় ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন বর্তমানে আয়োজকদের প্রাণপুরুষ অরুণাভ চক্রবর্তী।

বস্তিউচ্ছেদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলাশাসককে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ নভেম্বর : রেলের বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কালনা ভূমি সংস্কার আধিকারিক মারফত জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি ও সিআইটিইউ-এর যৌথ উদ্যোগে বস্তিবাসীরা কালনা মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে জমায়েত হন। জমায়েত থেকে শিখা কর্মকার, অজয় দাস, অমিতাভ চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নিশীথ বিশ্বাস ও সঞ্জিত মুখার্জী প্রমুখকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল ভূমি সংস্কার আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। উল্লেখ্য অম্বিকা কালনা স্টেশন উন্নয়নে রেল দপ্তর প্রায় দুই শতাধিক রেল বস্তিবাসীকে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয়েছে। নেতৃবৃন্দের বক্তব্য কালনা রেল স্টেশন চত্বরের বস্তিবাসীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে কোনভাবেই বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না।

বলাগড়ের মতো বৈধ কাগজ-পত্র সহ বস্তিবাসীদের উপযুক্ত বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কালনা স্টেশনকে আধুনিক স্টেশনের রূপ দেওয়ার নামে রেল হকারদের উচ্ছেদ করা যাবে না। বরং তাদের বৈধ লাইসেন্স দিয়ে রেল হকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যহত রাখতে হবে। এর অন্যথা হলে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

লৌহকপাট বিতর্ক

সৌম্য কান্তি বটব্যাল

হঠাৎ করেই আমবাঙালি ভালোবাসা-আমাশা ছাড়াই বেশ চেগে উঠেছে। কালীপুজোর আগে চায়ের দোকানে শ্যামাপোকার মতো ছোকরার দল মাটির ভাঁড়ে তুফান তুলছে, ফেসবুকের দেওয়াল ভরিয়ে দিচ্ছে জেন ওয়াই, বাবাকাকারা ফের চিরাচরিত কমফোর্ট-জোন ছ্যা ছ্যা তে ফিরেছেন। যে ইস্যুতে সেটা হল—এ.আর. রহমান সাহেব কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ওই লৌহকপাট' গানটি বিচ্ছিরি বাজেভাবে 'অ্যারেঞ্জ' করে শোনার অযোগ্য করেছেন।

বাঙালি চিরকালই বেশ কিছু স্থায়ী প্যারামিটারে বিশ্বাস করে; এদের কোনও পরিবর্তন একেবারে নাপসন্দ! মহালয়াতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিয়েতে পাঞ্জাবি-বেনারসি, ছোজের পরে পান আর রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গোটা পনেরো কুড়ি গান!

এদিকে ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির বীরগাথা মুখস্ত করায় যুব বাঙালির রাগ ও অনুরাগ দুই-ই সপ্তমে থাকে। ব্রিটিশ-বিরোধী গান হিসেবে কারার ওই লৌহকপাট চিরকালই হটফেভারিট, আর রহমান সাহেব সেই মৌচাকেই মেরেছেন ঢিল! অতএব, যা হবার তাই হল! ধেয়ে এল তুবড়ি চিরকুট 'একেবারে বাজে', 'আগুন নিয়ে খেলছেন আপনি', 'আত্মা বিনষ্ট হয়ে গেছে গানটার', 'বাংলার সম্মান নিয়ে টানাটানি', 'আপনার গানকেও যদি এরকম করা হয়', 'নজরুল ইসলামের গান আপনার সম্পত্তি নয় মিঃ রহমান'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হালের বাঙালি রকস্টার রূপম ইসলাম। তাঁর কথা বলা মাত্রই আমার মেজোদাদু ফস করে প্রশ্ন করে বসেছিলেন ইনি নজরুলের কেউ হন কিনা! আসলে পদবী দেখে আমাদের কাউকে কিছু মনে করাটা স্বভাবজাত। পদবী যদি ঠাকুর হয় তাহলে তো কথাই নেই!

যাইহোক, ভালো করে একবার বিচার করে দেখুন, নজরুল ইসলাম কি ও একজন রকস্টার নন! ওই দৃপ্ত ভঙ্গিমা, লম্বা লম্বা ঝাঁকরা চুল, আগুন ঝরা কবিতা, গান! এক বুক ভালোবাসা, এত যন্ত্রণা-যাপিত জীবন—এত জনপ্রিয়তা—তাঁর আগে কে পেয়েছে আর!

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগের কথা। মুজাফফর আহমেদের লেখা কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্দি দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তীদেবীর অনুরোধে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্রুত দাদরা তালের এই অসাধারণ গানটি রচনা করে সুকুমার রঞ্জন দাসের হাতে তুলে দেন নজরুল। 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকায় ২০ জানুয়ারি, ১৯২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এই গানটি। শিরোনাম ছিল 'ভাঙার গান'। শোনা যায়, জেলের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাস স্বয়ং এই গানটি গাইতেন। অতএব এ কথা বোঝাই যাচ্ছে যে জন্মলগ্ন থেকেই এই গানটি তুমুল জনপ্রিয়। গানের শেষ স্তবকটুকু দেখলেই বোঝা যায় এই গানের জোর কতটা—

'নাচে ওই কাল-বোশেখী
কাটাবি কাল বসে কি?
দে'রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি!
লাথি মার ভাঙরে তালা,
যত সব বন্দী শালায়
আগুন-জ্বালা, আগুন জ্বালা,
ফেল উপাড়ি।'

কী মনে হয় আপনাদের? এ গান কোনো অংশে ডিলান, সিগারদের থেকে কম? পাচ্ছেন না ওয়েস্ট উইন্ডের শেলীকে? রিডেম্পশন-এর মার্লিকে? একটি বাইশ বছর ছয় মাসের ঝকঝকে তরুণের কলমের ঝাঁজ আজও কী অমলিন—তাই না?

১৯৪৯ সালে নির্মল চৌধুরী তাঁর 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' চলচ্চিত্রে প্রথম এই গানটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে জহির রায়হান তাঁর 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে রাজবন্দীদের কণ্ঠে এই গানটিকে ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য, দুটি ক্ষেত্রেই গানটি তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত রাজকৃষ্ণ মেনন পরিচালিত পিপা সিনেমায় এ আর রহমান তাঁর মতো করে ব্যবহার করেছেন এই কালজয়ী গানটি। করতেই পারেন। গান কারোরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ছিলও না কোনোদিন। কিন্তু যে গান আমাদের মাতিয়ে রেখেছে কমপক্ষে একশটা বছর তার সুরকে উপড়ে ফেলে শব্দগুলো নিলে যে আরেকটা ফ্র্যাংকেনস্টাইন তৈরি হয় সেটা বোধহয় রহমান বুঝতে পারেননি। রহমানের সুরে কোথায় সে আশ্চর্য দৃপ্ততা? একটা ছোট্ট বিষয় দেখি— বাইশের নজরুল ব্যবহার করছেন 'ঈশান' শব্দটি। রুদ্রবেশী শিব। সূর্যমূর্তি। ইনি সত্যম শিবম সুন্দরম এর শিব নন। ভাবা যায়!

এই গানটির গুরুত্ব আপামর বাঙালিদের কাছে কী সেটা নিশ্চয়ই জানা দরকার ছিল বিশ্ববরেণ্য এই সুরকারের। কিছু অর্বাচীন অশোভন আবার বলে বসলেন, রহমানের হাত ধরে নজরুল নাকি পৃথিবীতে নতুন করে পরিচিতি পেতে পারেন! এটা ঠিক যে রহমানের মতো মানুষরাই পারেন কোনো ক্লাসিককে চ্যালেঞ্জ জানাতে! এর আগে রহমান সাহেব 'বন্দেমাতরম্' নিয়ে কাজ করেছেন। সেই অ্যালবামে অবিকৃত অবস্থায় রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের গানটি। বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। পরে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতাটিও সুর করে নতুন করে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি। আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো না লাগলেও এ নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক হয়নি। কিছু কবিতাকে সুর সুযোগ করে জোর করে গানে রূপান্তর না করারই পক্ষে আমি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিতায় জোর করে সুর চাপানোর পক্ষে ছিলেন না।

আসলে রিমেক করা এমন এক অদ্ভুত প্রবণতা যা পুরনো কোন কিছুকে ভেঙে নতুন করে উপস্থাপন করার এক চেষ্টা। সিনেমায়, গানে এখন প্রায়ই এর প্রয়োগ দেখা যায়। খুব সহজে লাইমলাইটে আসতে এই শর্টকাট আজকাল দেদার ব্যবহার হচ্ছে। 'নায়ক' বদলে গেলে 'অটোগ্রাফে' সৃজিতের উত্থান শুরু হয়, অন্যদিকে থাকে ডনের সিকুয়াল, অগ্নিপথের আধুনিক ভার্সন। গানের ক্ষেত্রে তো এটা আরো ব্যাপক। শুনেছি রহমান সাহেব নিজেই তানিস্ক বাগচির উপর বিরাট চটেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'মাসাক্কলি' গানটির রিমেক করার জন্য! আসলে ভালো কাজের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করাই যায় কিন্তু ছেনি হাতুড়ি দিয়ে তাকে তছনছ করে মূল্যোৎপাটন করাটা অত্যন্ত অসমীচীন, অনভিপ্রেতও বটে।

মনে রাখতে হবে গান মানুষের জন্য। এ তার প্রতিবাদের ভাষা তার প্রতিরোধের আগুন। আর এই গান যদি কারার ঐ লৌহকপাট হয়!

বর্ধমান হাসপাতাল থেকে লাশ পাচার, ধৃতরা জেল হেফাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ নভেম্বর : মরেও শান্তি নেই! মরদেহ চুরি করে শববাহী গাড়িতে চাপিয়ে সাতসকালে পালাচ্ছিল একদল দুষ্কৃতী। নিরাপত্তা কর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় ধরে ফেলে পাচারকারীদের। অভিযোগ মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের ভিতর থেকে বেওয়ারিশ লাশ চুরি করে পাচার করে দিচ্ছিল একদল পাচারকারী। আর এই ঘটনায় ৮ নভেম্বর তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে। পাচারকারী দের আটক করে বর্ধমান থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কৌস্তভ নায়েক জানিয়েছেন, "আমি স্বাস্থ্য ভবনে জরুরি কাজে কলকাতায় আছি। বেওয়ারিশ লাশ চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছি। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার কারণে পাচারকারীরা ধরা পড়েছে। তাদের পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ কে গোটা ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জানানো হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জেনে লিখিত অভিযোগ জানাবো।"

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে একটি ডবল ডেকার মৃতদেহ বহনকারী (স্বর্গ রথ) গাড়ির নিচে দুটি এবং ওপরে একটি লাশ চাপিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ভিতর থেকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল মর্গের কয়েকজন কর্মী। সেইসময় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ঘটনাটি নজরে আসতেই তারা বিষয়টি জানতে চায়। সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটিকে আটকে বর্ধমান থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি থেকে লাশগুলোকে

নামিয়ে আবার অ্যানাটমি বিভাগে ঢুকিয়ে দেয়। পাশাপাশি এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে সন্দেহে গাড়ির চালক সহ চারজন কর্মীকে আটক করে নিয়ে আসে থানায়।

এদিকে লাশ চুরি করে পাচার করার ঘটনা সামনে আসতেই ফের কঙ্কাল কাণ্ডের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিনের মৃতদেহের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবিত মানব শরীরের কোনোভাবেই কাজে লাগে না। একমাত্র মৃতের শরীরের হাড়গোড় বা কঙ্কাল বিভিন্ন কাজে লাগে। যার বাজার মূল্যও প্রচুর। আর এই কারণেই মৃতদেহ চুরি করে বিক্রি করে দেওয়ার একটা চক্র বিভিন্ন জায়গায় সক্রিয় রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজেও এই চক্র সক্রিয়? পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নামের খোঁজে

সুকৃতি ঘোষাল

আদি বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র বিসি রোড, খোসবাগান এলাকা এবং শহর চিরে চলা জিটি রোডের আশপাশ—স্টেশন পর্যন্ত। গ্রাম ঘেরা শহরের এই অঞ্চলে চালু দোকানগুলোর নাম খেয়াল করলে অবাক হতে হয় এবং শহর-সংস্কৃতির বিবর্তনেরও একটা হদিস মেলে। এই নামকরণের নানান বৈশিষ্ট্য আছে। কিছু নাম বেশ সাদামাটা, যেমন বস্ত্রালয়, ঔষধালয়, মিষ্টান্নভাণ্ডার ইত্যাদি সাদামাটা। কখনো তার আগে পরিবারের কারুর নাম বা কোনো মহাপুরুষের যুক্ত করে দোকানটিকে পৃথক করা হয়েছে। যেমন 'সারদা', 'সর্বমঙ্গলা', 'সুজাতা'। কিছু নামে বেশ অভিনবত্ব ও রুচির পরিচয় মেলে। যেমন, লন্ড্রির নাম 'মলিনমুক্তি ধৌতালয়'। কে এটি নির্বাচন করেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর ভাষাজ্ঞান কুর্নিশযোগ্য। এই রুচির ছাপ মেলে যখন 'বুক স্টোর' বা 'পুস্তকালয়' না লিখে বইয়ের দোকানের নাম দেওয়া হয় 'জ্ঞানতীর্থ'। একইভাবে জুতোর দোকান 'পাদুকালয়' না লিখে নাম করা হয় 'পদার্পণ' বা 'চলন্তিকা'। যন্ত্রসঙ্গীতের সরঞ্জাম সারাইয়ে পেশায় নিযুক্ত ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মানুষ। বড় বাজার মসজিদ এলাকায় তাই গড়ে ওঠে একাধিক বাদ্যযন্ত্রের দোকান। এগুলির কয়েকটির নাম বেশ আকর্ষণীয়, যেমন 'সারেগামা'।

চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে বর্ধমানের খোসবাগান এলাকা ভুবনবিখ্যাত। এখানে এক কিলোমিটার চৌহদ্দিতে এত ডাক্তারখানা, পরীক্ষাগার, সেবাসদন যে অন্যত্র তা আছে বলে মনে হয় না। এগুলির নামকরণেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ অভিনবত্ব দেখা যায়। যেমন চশমার দোকানের নাম 'নয়নজ্যোতি', 'পুনর্জ্যোতি'। পরীক্ষাগারের নাম 'সন্ধান', 'নির্ণয়' ইত্যাদি। নার্সিং হোমের নানা নাম, আজকাল আবার অনেকেই 'এমরি'—'অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসের নামসূত্রে সেবাসদনের নাম 'আরোগ্যনিকেতন' সুরুচির ছাপ বেশ স্পষ্ট। পাঁচ মিশেলি জিনিস রাখা কিছু দোকান 'ভ্যারাইটিজ' বা 'রকমারি' নাম দিয়ে কাজ সারলেও কেউ নামটিকেও আকর্ষণীয় করতে চেয়েছে, যেমন 'প্রয়োজনী'। বর্ধমান শহর 'সর্বমঙ্গলা' দেবীর শহর, তাই বহু দোকানের নামের আগেই 'সর্বমঙ্গলা'—যেমন '... বস্ত্রালয়'।

কিছু ক্ষেত্রে নাম এক হারিয়ে যাওয়া যুগের চিহ্ন বহন করছে, যেন, 'বেতার বাণী', 'প্রিন্স টেলার্স'। আজকাল আর কেউ রেডিও শোনে না। দরজির কাছে পোষাক কাটায় কম জন, এখন রেডিমেড পোষাকের চল বেশি। 'স্টুডিও' (প্রীতি/সারদা) হারিয়ে গেছে, স্মার্ট ফোন নিখরচায় ছবি থেকে সেলফি তোলা ও সংরক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছে। 'দেজ লাইট' ভোল পাল্টে এখনো টিমটিম করছে যদিও একসময় হ্যাজাক, ডেলাইটের রমরমা কারবার ছিল সেখানে। বর্ধমান জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মানুষ বাস করেন। গ্রামের মুসলিমরা শহরে এলে তাদের মধ্যাহ্নভোজনের সুনির্দিষ্ট স্থান ছিল 'হামিদিয়া' হোটেল। সম্প্রদায়ভিত্তিক এক পৃথক হোটেলের (যেমন হিন্দু হোটেলও ছিল) কারণ হয়তো হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির আর মুসলিমদের হালাল/হারাম-এর কঠোরতা। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ কঠোরতা কমতে থাকে—হোটেল, রেস্টুরেন্টের সম্প্রদায়ভিত্তিক পছন্দ কমতে থাকে। তাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেল 'হামিদিয়া'—সেখানে এখন 'শ্রীহরি' অলঙ্কার।

বদলে যাওয়া সময়ের ছাপ নামকরণেও বেশ স্পষ্ট। এক সময় ছিল স্থানীয় উদ্যোগ, এখন দোকানও বড় কোম্পানির সাপ্লাই স্টোর। তাই কেকের দোকানের নাম 'মিও আমোরে' (বাংলা অর্থ 'আমার ভালোবাসা')। বিস্কুটের দোকানের নাম 'জাস্ট বেকড্'। বর্তমানে ব্যান্ড-ভিত্তিক নাম আগে ছিল না এমন নয়—ঘড়ির দোকান 'টাইটান', রেডিও-টেপরেকর্ডারের দোকান 'ফিলিপস' আগে ছিল। কিন্তু এখন এমন নামের সংখ্যা বর্ধমান।

জহুরিপট্টির আশেপাশে প্রচুর গহনার দোকান নানা নামের 'জুয়েলার্স'। মহিলাদের রূপচর্চা 'ঘর' থেকে বাইরে এসেছে। সেই সুবাদে ব্যবসার টানে আত্মপ্রকাশ করেছে 'বিউটি পার্লার'—নাম 'রূপকথা'। কখনো ইংরেজি বলা উচ্চবিত্তদের আকর্ষণের নিমিত্তে নাম 'ফেমিনা'।

নামের মাহাত্ম্য এখনও বে-চল নয়, 'আহারে বাহার' বা 'রসনা' নামের ফুডস্টলের ভিড় দেখেই তা বোঝা যায়। নামকরণের মধ্যে কৌতুকের খোরাকও আছে। 'বাসন' বিক্রির অনুজ্জ্বল দোকানের সজ্ঞিবদ্ধ নাম 'বাসনালয়' দেখে অন্যবাসনা দমন করতে হবে। আর 'অঙ্গশোভা' শুনে ভাববেন না যে ওটা গয়না বা পোষাকের দোকান। ওখানে পাওয়া যায় বেডশিট, কম্বল ইত্যাদি শয্যাদ্রব্য।

পদযাত্রাগুলি চলছে গ্রামে গ্রামে

—প্রথম পাতার পর

লাগানোর পরিকল্পনা স্থগিত রাখা এবং প্যালেস্টাইনের উপর ইজরাইলের আগ্রাসন বন্ধ করা। পদযাত্রা শুরু হওয়ার পর মানিকহার, জাতডলা, নওপাড়া, টাকপুকুর, মুড়াগাছা মেদগাছি গ্রামগুলি পরিক্রমার পর মানিকহার পণ্ডিত পাড়ায় পদযাত্রা শেষ হয়। এই পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল শিকদার, শ্রমিক নেতা আলিম শেখ প্রমুখ। পদযাত্রার শুরু এবং শেষে নেতৃবৃন্দ বলেন, সার, ডিজেল-পেট্রোল সহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে দেশের শাসক দল। তাই কৃষি তথা সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে আন্দোলন সংগ্রাম আরো জোরদার করতে হবে।

পূর্বস্থলী-১ ব্লকের মিছিল ও পথসভা হয়। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ও সিআইটিইউ-এর যৌথ উদ্যোগে মিছিল বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। শেষে নপড়া মোড়ে পথসভায় দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা নিমাই মাঝি, সারাফৎ সেখ, খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা মোস্তাকিন মণ্ডল, সাকাউৎ হোসেন প্রমুখ।

বড় ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবরাম গ্রাম থেকে। পদযাত্রার শুভ সূচনা করেন সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি সনাতন টুডু। মাতিশ্বর, ময়নাগুড়ি, মসিদপুর, বিরুহা, দমদমা, বড়ধামাস, ছুরকুণ্ডা, পোতানই, টোলা, বালিন্দর প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিক্রমার পর শিবপুরে পদযাত্রা শেষ হয়। দ্বিতীয় পদযাত্রাটি অকাল পৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেহাটা গ্রামে উদ্বোধন করেন কৃষক নেতা নবকুমার বাগ। বাজিতপুর, আগ্রাদহ, পাঁচলখি গ্রামগুলি পরিক্রমা শেষে হাটতলায় পদযাত্রা শেষ হয়। এই পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন মোজাফফর হোসেন, তারাচাঁদ সরেন, কাজী নুরুল ইসলাম, লাইলাবানু খান, অশোক ব্যানার্জি প্রমুখ।

১১ নভেম্বর পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান সদর ২ এলাকায়। পুতুণ্ডা গ্রাম থেকে মিছিল আম্রাদিপাড়া, মসজিদপাড়া হয়ে শক্তিগড় উত্তর বাজারের উপর দিয়ে হয়ে শক্তিগড় দক্ষিণ বাজারে এসে পদযাত্রা শেষ হয়।

এদিনের পদযাত্রার শেষে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক এবং সিপিআই(এম) সদর-২ এর সম্পাদক জহর দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাসুদেব দত্ত, উত্তম কোনার। এই মিছিলে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

৯ নভেম্বর মঙ্গলকোট কৃষক সভার ডাকে ১০০ দিনের কাজের দাবিতে, ফসলের লাভজনক দামের দাবিতে পদযাত্রা ঘোরে গ্রাম গ্রামে। পদযাত্রা শেষে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা দুর্যোধন সর, শাহজাহান চৌধুরী প্রমুখ।

গানফাইট

অতনু হুই

সম্প্রতি একটি গান নিয়ে গান ফাইট শুরু হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এ লেখার অবতারণা।

প্রথমেই বলি, আমি গানের জগতের লোক না। তাই এ আর রহমানের মতো বিশ্ব মানের সুরকার — বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের — 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল করবে লোপাট' গানটি নিয়ে কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন সত্যি বুঝে ওঠার সামান্য ক্ষমতাও আমার নাই। পারিওনি।

তবে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি গানটির একটি প্রেক্ষাপট আছে। 'বিদ্রোহী' কবিতা এবং এই গানটি প্রায় সমসাময়িক সময়ে কবি লিখেছিলেন। ১৯২১ সাল। ঐ সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে ব্রিটিশরা কারারুদ্ধ করে রেখেছে। তাঁর স্ত্রী দেশবরেণ্য বাসন্তীদেবী চিত্তরঞ্জনের 'বাঙলার কথা' সংবাদপত্রটি চালু রাখার চেষ্টায় কবির কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে একটি কবিতা পত্রিকার জন্য চেয়ে পাঠান। কবি সঙ্গে সঙ্গে এই জনপ্রিয় কবিতাটি লিখে দেন। যদিও গানের মূল ভাবটি কিছুদিন ধরেই তাঁর মাথায় ঘুরছিল। গানটি পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে এক প্রেরণাসঞ্চারী গান হিসাবে মুখেমুখে প্রতিষ্ঠা পায়।

গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল কোথায়? এ নিয়ে দ্বিমত আছে। অনেকে দাবি করেন চিত্তরঞ্জন দাশ কারাগারে বন্দী অবস্থায় তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়েই প্রথম গানটি গেয়েছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন কয়েক বছরের মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতা, এবং এই 'লৌহকপাট' গানটি বৃটিশরা নিষিদ্ধ এবং কবিকে কারারুদ্ধ করলে কারাগারেই কবি গানটি গেয়েছিলেন। তার পর তা ছড়িয়ে পড়ে বন্দী দেশপ্রেমিকদের মধ্যে। যদিও গানটি রেকর্ড হয় দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৯ সালে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর মন্ত্র ও গান 'বন্দেমাতারম্'। এ আর রহমান তা নিয়েও এমনই পরীক্ষা চালিয়েছেন। আমার মনে হয় সেখানে তিনি কিছুটা সফল। এর পিছনে গানের প্রেক্ষাপট নিয়ে যে সতর্কতা তিনি দেখিয়েছেন তা 'লৌহকপাট' গানের ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। এই গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মানুষের গণ আবেগকে তিনি কার্যত ছুঁতে পারেননি। এটি সমালোচনার যোগ্য। রহমানের শিল্পী সত্তাকে তার সূত্রধরে আঘাত করা বাঞ্ছনীয় নয়। গান, সুর, গানের কথা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা যুগেযুগে চলেছে। কিছু দিন আগে বামপন্থী যুবদের 'টুম্পাসোনা' গানের লিরিক ও কথা নিয়ে এমন বিতর্ক হয়েছিল।

তবে এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা এই সুযোগে বলতে চাই। আমি যে কোন ইতিহাস ও জাতীয় আবেগকে সম্মান ও রক্ষা করা সর্বদা উচিত বলে মনে করি। না হলে তা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। কিন্তু চলমান জীবনে সংস্কৃতির বহমানতাকে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। আমাদের চলন-বলন, খাদ্যাভ্যাস পোশাক, ভাষা বদলাবে আর সাংস্কৃতিক রুচি বদলাবে না তা হয় না।

আজকের সময়ে লোকসঙ্গীতের উপর অত্যধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে কিন্তু গেলোগেলো রব সেভাবে ওঠে না। কারণ, সময়ের চাহিদা ও মননের আকাঙ্ক্ষায় নতুন ভাবে এগুলি লোকপ্রিয়তা, লোকসংগীত হিসাবেই তাকে আরো বাঁচিয়ে রাখে। নতুন যন্ত্রানুষঙ্গ গায়কীই তার প্রাণভোমরা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কপিরাইট উঠে যাবার পূর্বেই দেবব্রত বিশ্বাসের গান নিয়ে বিশ্বভারতী র সঙ্গে তাঁর গায়কী ঢঙ নিয়ে বিতর্কের অস্বস্তিকর কথা শোনা গেছে। এও শোনা যায় তাঁর জর্জ বিশ্বাস হয়ে ওঠাই এই বিরোধিতার অন্যতম কারণ। কপিরাইট উঠে যাবার পর 'ও সাদা' রবীন্দ্র সঙ্গীত তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছিলো। তারপর সময় যত এগিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ কমেছে।

শেষ জীবনে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন নজরুল। নজরুল গীতির কোন কপিরাইট নেই। তাই তা নিয়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা হবেই। কাজেই বিতর্ক এখানেও পিছু ছাড়বে না তা স্বাভাবিক। কাজেই শেষে বিচারে নবীন প্রজন্মের শ্রোতার কাছেই এ সবের ভবিষ্যৎ বর্তাবে। তারাই শ্রেষ্ঠ বেছে নেবে। বাকি সব হারিয়ে যাবে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল স্বয়ং গান, সুর, কথা, নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টিতে রেখেছেন। এবং আজ সেগুলো মহান উচ্চতায় পৌঁছাতে পেরেছে। হিন্দুস্তানী সঙ্গীত, ইউরোপীয় সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিগুলি আজ কার্যত অমরত্ব লাভ করেছে। কিন্তু সমসাময়িক সময়ে তিনিও অংশ বিশেষের কাছে এসবের জন্য নিন্দিত ছিলেন বলেই জানি। নজরুল তো লেটো গানের দলে, দোহার হিসাবে কাজ করেছেন। সেখানেই তাঁর গানের হাতেখড়ি। অপরদিকে ব্রিটিশের সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতে গিয়ে 'ব্যারাক সঙ্গীতে' তিনি দক্ষতা লাভ করেছিলেন। তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও গানের সুরে সৈন্য বাহিনীর মার্চপাস্টের রিদিম লক্ষ করা যায়। 'চল চল চল', 'দুর্গমগিরি' 'লৌহকপাট' এ রকমই। তাঁর উর্দু গজলের সুরে বাংলা গজল 'বাগিচায় বুলবুলি' যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল সে সময়েই। তাছাড়া শ্যামা সংগীতেও এ

—এরপর চারের পাতায়

শ্রমিক নেতা বিবেক হোমচৌধুরী প্রয়াত

—প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু ও সভাপতি সুভাষ মুখার্জি। সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি ও পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। সিআইটিইউ পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

বিবেক হোমচৌধুরীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। সেখানে মাতুলালয়ে তিনি পালিত হয়েছেন। শিশুকালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। দাদু ও মামা চিকিৎসক ছিলেন। মামার সঙ্গে আসামের গুয়াহাটি হয়ে এসেছিলেন বর্ধমানে। যৌবনে সাতের দশকে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময়ে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে জেলে যেতে হয় এবং দীর্ঘদিন এলাকা ছাড়া অবস্থায় থাকতে হয়। ১৯৬৭ সালে সিপিআই(এম) পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন বিবেক হোমচৌধুরী। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বিবেক হোমচৌধুরী তৎকালীন নেতৃত্ব রবীন সেনের আহ্বানে ১৯৮৩ সালে বর্ধমান থেকে এসেছিলেন রানিগঞ্জ। তখন থেকেই রানিগঞ্জের ইউনিয়ন অফিস এবং অফিসের কর্মীরা ছিলেন অকৃতদার এই মানুষটির পরিবার। তাঁর উপরে সিপিআই(এম)-র রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব বর্তায়। ছিলেন দলের অবিভক্ত বর্ধমান জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। জেলা ভাগ হলে তিনি দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। বর্তমানেও ছিলেন কমিটির অন্যতম আমন্ত্রিত সদস্য।

চারটি দশক ধরে রানিগঞ্জ সংলগ্ন কয়লা খনি অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন বিবেক হোমচৌধুরী। দীর্ঘদিন সিআইটিইউ-র বার্নস অ্যান্ড সিরামিক মজদুর ইউনিয়নের পতাকাতলে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ করেছেন। পেয়েছেন কমনীয় দাশগুপ্ত, হারাধন রায়ের সান্নিধ্য। রানিগঞ্জের গির্জাপাড়ার বার্নসের ইউনিয়ন অফিসই ছিল তাঁর বাসস্থান।

সিআইটিইউ অনুমোদিত ভারতের কোলিয়ারি মজদুর সভা (সিএমএসআই)-র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন প্রায় এক দশক। আন্তর্জাতিক কয়লা শ্রমিক সম্মেলনে সিআইটিইউ-র হয়ে তিনি চিলিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গির্জাপাড়ার সিরামিক ইউনিয়নের অফিস থেকে চলে এসেছেন রানিগঞ্জের কয়লা শ্রমিক ভবনে। সেই ভবন প্রাঙ্গণেই ১ নভেম্বর, ২০২৩ তাঁর মরদেহ শায়িত রাখা হয়।

বিবেক হোমচৌধুরীর মরদেহ রক্তপতাকা দিয়ে ঢেকে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা আভাস রায়চৌধুরী, অমল হালদার, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি, বংশগোপাল চৌধুরি ও পার্থ মুখার্জি। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। এছাড়া মাল্যদান করেন অনাদি সাহু, মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী জাহানারা খান, এআইটিইউসি-র গুরুদাস চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চৌধুরি, বাঁকুড়া জেলার সিপিআই(এম) নেতা সৌমেন্দু মুখার্জি সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলা পার্টির ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কয়লা শ্রমিক ভবন থেকে বিবেক হোমচৌধুরীর মরদেহ নিয়ে রানিগঞ্জের এন এস বি রোড (৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক) ধরে বিশাল শোক মিছিল যাত্রা শুরু করে বল্লভপুরের দিকে। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে নেতৃবৃন্দ সহ তাঁর এক দাদা, দুই বোন ও এক ভ্রাতুষ্পুত্র শোক মিছিলে হেঁটেছেন। হেঁটেছেন অগুন্তি মানুষ। তাঁদের উপস্থিতিতে বল্লভপুরে দামোদরের তীরে শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২৫ নভেম্বর রানিগঞ্জে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

মেমারিতে বিডিও ও বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৮ নভেম্বর : সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম ও পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজ ও বকেয়া মজুরি ও সাত দফার দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেয় পাঁচশতাধিক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ জমায়েত হয়ে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলেন মেমারি-১ ব্লক অফিসে। আগাম জানানো সত্ত্বেও মেমারি বিডিও উপস্থিত থেকেও ডেপুটেশন নেননি। ডেপুটেশন দিতে আসা মানুষেরা প্রায় ১ ঘন্টা অপেক্ষা করে জয়েন্ট বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে বেরিয়ে চলে আসেন। ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন সিপিআই(এম) নেতা সুকান্ত কোঙার, পীযূষ বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার। বিক্ষোভ চলাকালীন বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জী, অভিজিৎ কোঙার। বক্তব্য শেষে বিডিও অফিস প্রাঙ্গণ থেকে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরা মিছিল করে মেমারি বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মার্ট মিটার বন্ধের দাবিতে ডেপুটেশন দিতে যান। আটজন প্রতিনিধি সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারকে ডেপুটেশনের কপি দেন তিনি কপি গ্রহণ করে বলেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই আশ্বাস দেন।

শারদ সম্মেলন ও কবিতাপাঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘ বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে মাসিক কবিতা পাঠ ও শারদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কালীকৃষ্ণ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার, বাদামতলায়। প্রায় ৫০ জন কবি, লেখক, শিল্পী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন অরুণ মজুমদার, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিনতী গোস্বামী ও স্বরূপ মুখার্জী। সংগঠনের রায়না-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে শারদ সম্মেলন ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্যামসুন্দর মুক্ত পাঠাগারে ৪ নভেম্বর। শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে গান, আবৃত্তি, কবিতা পরিবেশন করেন।

কালনায় আশা কর্মীদের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ নভেম্বর : আশা কর্মীদের স্বেচ্ছাসেবকের পরিবর্তে স্বাস্থ্য কর্মীর স্বীকৃতি, কর্মীদের উৎসাহ ভাতা ভেঙে ভেঙে না দিয়ে এককালীন এবং প্রতি মাসে মাসে দেওয়া, সরকারি প্রকল্পে উপভোক্তাদের টাকা না পাওয়ার দায় কর্মীদের উপর না চাপানো, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে আশা কর্মীদের বিএলও-র দায়িত্ব না দেওয়া, আশা কর্মীদের ইপিএফ এর আওতায় আনা। এই দাবিগুলো সহ মোট ১৪ দফা দাবিতে কালনা-১ বিএমওএইচকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের কালনা-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে এদিন ১২৫ জন আশা কর্মী মধুপুর হাসপাতাল চত্বরে জমায়েত হন। বিএমওএইচ জানান, দাবিগুলির ব্যাপারে আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

কালনায় আইসিডিএস কর্মীদের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ নভেম্বর : অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, সহায়িকা থেকে অঙ্গনওয়াড়ি পদে পদোন্নতি, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী কর্মী ও সহায়িকাদের অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি ও পেনশন প্রদান, অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন প্রদান করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, শিশু ও মায়েদের খাদ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উন্নত পরিষেবা যুক্ত গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ৭ দফা দাবিতে আজ স্মারকলিপি দেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির কালনা-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ঝকড়পাড়া সিডিপিও অফিসের সামনে জমায়েত হন। কল্যাণী দে, সরযূ সরকার, শ্যামলী ঘোষ, সুশান্ত ব্যানার্জি, তপন মুখার্জি প্রমুখকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল কালনা-২ প্রকল্প আধিকারিক-এর কাছে স্মারকলিপি দেন। বক্তারা এদিন বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিভিন্ন দাবি পূরণ করতে হবে। এছাড়াও মা ও শিশুদের পুষ্টির মান বাড়াতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রতিটি প্রকল্পে ডিম ও সবজির বরাদ্দ বৃদ্ধি, কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

—তিনের পাতার পর

গানফাইট

রকম প্রাচীন ধারার নব প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছিলেন।

কাজেই গেল গেল রব তুললে রক্ষণশীলতার হাতকেই সবল করা হবে। বরং তা না করে যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনাই কাম্য। নতুন প্রজন্ম এই বিতর্কের আবহের মধ্যেই অন্ততঃ বিদ্রোহী কবির গর্বের গানটি প্রথম শুনতে পেলো। নচেৎ নব যৌবনের বহুজনের কাছেই দেশপ্রেমের এ গানটি অধরাই ছিলো।

বিতর্ক চলুক, চলুক নতুন ভাবনা চিন্তা, পরীক্ষা নিরীক্ষা। কাজিয়া না করে কাজের কাজ হয় আমরা যদি পুরাতন 'মনি মাণিক্য'গুলি যদি সর্বদা নতুনদের কাছে হাজির করতে সক্ষম হই। আমরা তা পারি না। তাই পছন্দ অপছন্দের বিতর্ক আমাদের সর্বদা তাড়া করে। হারিয়ে ফেলি উৎসে ফেরার আসল পথকে।

পাখি-চোখ-৫১

রত্না রশীদ

পৃথিবীটা একা মানুষের। আর কারোও না। সে নিজেকেই নিজে এই গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বলে ঘোষণা করেছে। সে নিজের প্রয়োজনে যেটা ভালো বলবে, সেটাই ভালো। বাকি সব খারাপ।

এখন আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আমি যা খুশি করবো, সেটাই সঠিক। আগে আগে বলা হতো কারুর ক্ষতি না করে তুমি নিজের উন্নতি করতে পারো। এটা ঘাড় হেলিয়ে মেনে নিলেও সেয়ানা মানুষ ঠিক বুঝে নিলো যে এটা একটা কথার কথা, সোচ্চারে না বললেই হলো। আরে, গোটা পৃথিবীতে মাত্র একথালা খাবার তো কারোর কোনো ক্ষতি না করে নিজের ভরপেট ভোজন সম্ভব? নিজে আগে আশ্ পুরিয়ে পেট ভরিয়ে খেয়ে নে, কারুর ক্ষতি তো করছি না বাপু। ঘরে ঘরে দেখা ছবি—হাঁড়ি চেঁছে পুঁছে সন্তানকে খাইয়ে দিয়ে ঢকঢক করে পেট পুরে জল খেয়ে মা শুয়ে পড়লো। প্রায় প্রতিদিন। মা কি ভাবতে পারবে, সন্তান আমার খুব ক্ষতি করে দিলো? মা যে ঈশ্বরী। মা তো পৃথিবীতে এসেছেই সেই মাকড়সার মতো নিজের সবটুকু অমৃত চেঁচেপুছে একপাল সন্তানকে গিলিয়ে কুটিয়ে নিজে ফোঁপড়া হয়ে যেতে। দেওয়ালের কোণে এমন ফোঁপড়া মাকড়সার ডেডবডি দেখেননি? ওটা মানুষ-মায়ের মৃতদেহ বলে মনে করা যায় সহজেই এবং এটা মায়ের বদলে বাবা-কাকা-মামা-মাসি-পিসি, যাঁরা নিজেকে নিঙড়ে সবাইকে সমৃদ্ধ করেন সবার বেলায় খাটে। বয়সে ক্ষমতায় দক্ষতায় এগিয়ে বলে সমস্ত সেরাটা করায়ত্ত করে নেবো, এমন স্বার্থবাজীতে আমাদের আবহমানের উন্নত সংস্কৃতি ধ'সে গেলো। সব সেরাটা আমার চাই, এটা একটা ইতরতা।

কি কি চাই নিজেই জানি না। প্রথমে শুধু খাদ্য হলেও এখন আর পাত্তা পাওয়া যাবে না মানুষের চাহিদার। খাবার জন্য মানুষ মানুষ মেরেও খেয়েছে, আহারে খিধে। বাদ দিলাম সুগন্ধের জন্য কস্তুরি চাই—হরিণ মারো। সাজুগুজোর জন্য মুক্তো চাই—ঝিনুক মারো—উষ্ণতার জন্য ফারকোট চাই—ভালুক মারো এবং এতে কোনো দোষ নেই জানেন। ওগুলো জন্মেছেই মানুষের হাতে মরে সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্যই। সে কারণেই মানুষকে অবিবেচক বলা যাবে না। এবং তার মায়াদয়াও আছে বৈকি! কেউ যদি কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই মানুষ মারে, তো কী অন্যায়! কী অন্যায়! ক্ষমতায় তার সঙ্গে না পেরে উঠলে তো নাকালের একশেষ। তাকে তোয়াজ করতে হবে—

"সিংহ মামা সিংহ মামা
মাংস যদি চাও,
রাজহংস এনে দেবো
হিংসা ভুলে যাও।"

হ্যাঁ, মানুষ ঠিক করে দিয়েছে, রাজহংস মারো, খাও এবং এটাকে হিংসা বলে না। তাই তেল লুটতে যুদ্ধ জোড়ো, এতে কোন হিংসা নেই। মানবিক ব্যাপার। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করো। মানবিক ব্যাপার। মানুষ মেরে যদি সেরা হওয়া সম্ভব, সেটাই মানবিক। লোকে বলে জাতপাত। আসলে তা মানবিক এবং মারা টাকার ঝনঝনানি।

মানুষ লোভেই হোক বা হিংসাতেই হোক, এখনো সব স্বেচ্ছাচারে 'মানবিক' ট্যাগ লাগিয়ে দিতে ছাড়ছে না। (চলবে)

জাল দলিলের রমরমা

—প্রথম পাতার পর

করে অভিযুক্তরা ২০ শতক জমির মালিক বলে দাবি করে। তাদের নামে জমির রেকর্ড হয়ে গিয়েছে বলে জানায়। জমির মালিকানার দাবির বিষয়ে জানতে তিনি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে খোঁজখবর নেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, ২০১৮ সালে দু'টি পৃথক মিউটেশন কেসের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তরা জমির মালিক হয়েছে। মিউটেশন কেসে একটি দলিল পেশ করা হয়েছে। সেটি ১৯৯৫ সালে সম্পাদিত করা হয়েছে। এনিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে তিনি খোঁজখবর নেন। সেখান থেকে জানানো হয়, এ ধরণের কোনও দলিল সম্পাদিত হয়নি। তাঁর অভিযোগ, জাল দলিল তৈরি করে সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মিউটেশন কেসে জাল দলিল পেশ করে মালিকানার পরিবর্তন করা হয়েছে। বিষয়টি মেমারি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এভাবে ১ কোটি টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। মেমারি থানার এক অফিসার বলেন, ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়। অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দিয়েছে। তাই, তাদের ধরা যাচ্ছে না। তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাও অসত্য। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে গলসীতে বিক্ষোভ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৯ নভেম্বর : স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ রুখতে এবং কৃষি কাজে বিদ্যুতে ভর্তুকি দেওয়ার দাবিতে সি আই টি ইউ, সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন কমিটি গলসী-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে একটি মিছিল গলসী বাজার পরিক্রমা করে বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। মিছিল শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা অমিতাভ মণ্ডল ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন শ্রমিক নেতা মুস্তাক হোসেন। সভাপতিত্ব করেন খেতমজুর আন্দোলনের জেলা নেতৃত্ব কাজী জাফর আলী।

সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ নভেম্বর : সিপিআই(এম) মহাদেব দলুই-এর (৯০) জীবনবসান হয়েছে। কালনা-২ ব্লকের কবিলপাড়া গ্রামের নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানে গিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। কালনা শ্মশানঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। ৭৮ সালে তিনি সিপিআই(এম) সদস্যপদ লাভ করেন। জীবনের শেষের দিকে বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। আজীবন তিনি বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি তার পরিবারের সদস্য সদস্যরাও বর্তমানে সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে আছেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, কন্যা, ৫ পুত্র, নাতি নাতনি বর্তমান।

পরিযায়ী শ্রমিকদের আসা শুরু কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ নভেম্বর : শীত পড়তেই ইটভাটার সাথে জড়িত ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা আসতে শুরু করেছে কালনায়। ইটের মরশুমে বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক এখানে আসেন। আবার বর্ষার সময় তারা নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে যান। কালনা শহরের দুই পাশে ভাগীরথীর নদীর পাড় বরাবর রয়েছে ২৪টি ইটভাটা। এই ভাটাতে ঠিকাদারের মারফত কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক এসে এখানে ইট নির্মাণের কাজ করেন। বাংলায় চরম কাজের অভাব থাকায় এখানকার বহু মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যান। কিন্তু এই বাংলায় ইট শিল্পে বহু কর্মসংস্থান থাকা সত্ত্বেও বাংলার কোন শ্রমিক এই কাজে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেননি। তাই বিহার ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা এখানে এসে ইট শিল্পে কাজ করেন বহু পূর্ব থেকেই। আজও তা অব্যাহত রয়েছে। ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা সপরিবারে এখানে আসেন। তাদের ছেলেমেয়েরাও সাথে থাকে। বিগত বামফ্রন্ট সরকার ইট শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার কথা ভেবেছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই। ফলে এই শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার বাইরেই পড়ে রয়েছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই ছেলেমেয়েদের কথা কেউ কি ভাববে? এই প্রশ্নই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা